জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

২২ **মে** ২০১৯ (**বুধবার**)
[**সময়কালঃ** ২২.০৫.২০১৯ - ২৬.০৫.২০১৯]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মূখ্য কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাষ অনুযায়ী লঘুচাপে বর্ধিতাংশ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল হয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং খুলনা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা/ ঝড়ে হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। রাজশাহী,পাবনা, চাদপুর, ফেনী, নোয়াখালী, রাংগামাটি এবং পটুয়াখালী অঞ্চলসহ খুলনা ও ঢাকা বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে এবং তা প্রশমিত হতে পারে। বগুড়া, গাইবান্ধা, হবিগঞ্জ, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লক্ষীপুর, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, পঞ্চগড়, রংপুর, শেরপুর, সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলায় যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাপাঁইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, যশোর, ঝিনাইদহ, খুলনা, কুষ্টিয়া, মাগুড়া, মেহেরপুর, নওগাঁ, নড়াইল, নাটোর, পাবনা, রাজবাড়ী, ও রাজশাহী জেলায় তুলনামূলক বেশী তাপমাত্রা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । গত পাঁচ দিনের আবহাওয়া তথ্য আর আগামী পাচঁ দিনের আবহাওয়া পূর্ভাবাস অনুসারে প্রধান প্রধান কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক পরামর্শ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সাধারণ পরামর্শ:রবি ফসল সংগ্রহ করে জমিতে গভীর চাষ দিতে হবে। এর ফলে জমিতে থাকা আগাছার বীজ এবং পোকামাকড়ের ডিম ও পিউপা ধ্বংস হবে। রবি ফসল সংগ্রহের পর অবশিষ্টাংশ মাটির সাথে ৫ টন/হেক্টর হারে মিশিয়ে দিলে তা শিকড়ের চারপাশের মাটির ভৌত অবস্থা, মাটিস্থ পানির অনুপ্রবেশের হার এবং মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা উন্নত করবে।

ফসল অনুযায়ী মূখ্য পরামর্শ নীচে দেওয়া হলো:

বোরো ধান: পরিপক্ক/কর্তন পর্যায়

ফসল কর্তনের ১০-১২ দিন আগে জমি থেকে পানি সরিয়ে ফেলতে হবে।

যেহেতু আগামী সপ্তাহে যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ থেকে বিরত থাকুন। বৃষ্টিপাতের পর জমিতে গভীর চাষ দিতে হবে। এর ফলে জমিতে থাকা পোকামাকড়ের ডিম ও পিউপা ধ্বংস হবে। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় ধান সংগ্রহের পর জমিতে সবুজ সার জাতীয় ফসল লাগাতে হবে।

আউশ ধান: বীজতলা

বীজতলার চারা হলুদাভ হয়ে আসলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

চারা সবুজ না হলে প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে।

হাত দিয়ে আগাছা তুলে ফেলতে হবে।

- যদি থ্রিপস এ সবুজ পাতা ফড়িং এর সংখ্যা ২৫% এর বেশী হয় তাহলে বৃষ্টিপাতের পর ১ লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ভুট্টা: **সিল্ক পর্যায় (খরিফ-১)**

অতিরিক্ত তাপমাত্রা কারনে প্রচুর বাষ্পীভূত হবে, সেজন্য সেচ প্রয়োগ করুন।

- যেসব জমিতে গাছের ঘনত্ব বেশী সেখানে গাছ পাতলা করে দিতে হবে

আগাছা দমন ও গাছের গোড়া বাঁধা অব্যাহত রাখতে হবে।

পাটঃ বপন থেকে বাড়ন্ত পর্যায়

যে সব জায়গায় বীজ বপন এখনও চলছে সেখানে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি হেক্টর জমিতে বপনের সময় ১০০ কেজি ইউরিয়া সেইসাথে ৫০ কেজি টিএসপি, ৬০ কেজি এমওপি, ৯৫ কেজি জিপসাম এবং ১১ কেজি জিংক সালফেট প্রয়োগ করুন।

ইতোমধ্যে বীজ বোনা হয়ে গিয়ে থাকলে সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকুন কারণ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টিপাতের পর আগাছা নিধন করুন।

বৃষ্টিপাতের পর বাকী ইউরিয়া (১০০কেজি/হেক্টর) উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

আগাম বপনকৃত পাটের জমিতে পাতলাকরণ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

বিছা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর-

- ডিম সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে
- আলোর ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে
- প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোরোপিড/ক্লোরোসাইরিন/নাইট্রো মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

মুগ: **পরিপক্ক/সংগ্রহ পর্যায়**

কয়েক সপ্তাহ ধরে দীর্ঘ সময় বৃষ্টিপাত সেইসাথে তাপমাত্রা ও আপোক্ষিক আর্দ্রতার বৃদ্ধির কারণে ব্লাইট রোগ দেখা দিলে রোগ নিয়ন্ত্রণে কার্বেন্ডাজিম ০.০৫% ৩০০-৫০০ গ্রাম ৬০০-৭০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১২-১৫ দিন পর পর প্রয়োগ করুন।
বিছা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে মিথাইল প্যারাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২ মিলি/ লিটার পানিতে অথবা ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি @ ২.৫ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

আমঃ ফল পর্যায়

ফল সংগ্রহ করে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।

গবাদি পশু ঃ

তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে গবাদি পশুকে ছায়ায় রাখতে হবে এবং পর্যাপ্ত পানি পান করাতে হবে।
সকাল ১০টার পর এবং বেলা ৩টার আগে খোলা জায়গায় গবাদি পশু চরানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাবারের সাথে প্রতিদিন ৫০গ্রাম আয়োডিনযুক্ত লবন এবং ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার মিশিয়ে দিন।

হাঁস মুরগী ঃ

হাঁস মুরগী তাপদাহ থেকে বাঁচাতে–

- খুব সকালে এবং শেষ বিকেলে খাবার খাওয়াতে হবে
- শেডে যথাযথ বায়ু চলাচল ও সীমিত সংখ্যক হাঁসমুরগীর বিচরণ নিশ্চিত করতে হবে
  খাঁচা ঠান্ডা রাখতে চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।

সবজি (বেগুন, চিচিংগা, শসা, করল্লা, ঝিঙা, বরবটি, ও ঢেঁড়শ)
বাড়ন্ত/ফল আসা পর্যায়

- আগামী কয়েকদিন তুলনামূলকভাবে তাপমাত্রা বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে কাজেই পরিপক্ক সবজি সকালে ও বিকালে সংগ্রহ করুন এবং সংগ্রহের পর ছায়ায় রাখুন।
- শশা জাতী সবজির জমিতে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদানের মাধ্যমে যথাযথ আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে কারণ শুষ্ক অবস্থায় পরাগায়নের হার কমে গিয়ে ফলন কমে যায়।
- টমেটো, বেগুন, মরিচ, ঢেঁড়শ ও অন্যান্য সবজিতে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান ও অন্যান্য আন্ত পরিচর্যা চালিয়ে যেতে হবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনমত সেচ প্রদান বাড়িয়ে দিতে হবে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি, কম পানির প্রাপ্যতা এবং বাষ্পীভবনের হার বাড়ার সম্ভাবনা থাকায় সবজিতে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করতে হবে।

বৃষ্টিপাতের কথা বিবেচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী সকালে বা বিকালে সেচ প্রদান করতে হবে

পরবর্তী পাচঁ দিন যে সব জেলাতে বৃষ্টিপাত হবার সম্ভাবনা আছে, সেচ এবং সার থেকে বিরত থাকুন । জেলাওয়ারি আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন দেখার জন্য ডিএই ওয়েবসাইট পরিদর্শন করুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (**২২** মে, ২০১৯, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং **২১** মে, ২০১৯ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, **২২** মে, ২০১৯ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

Name of Divisions	Name of Stations	Rain fall (mm)	Max. Temp (°C)	Min. Temp (°C)	Name of Divisions	Name of Stations	Rain fall (mm)	Max. Temp (°C)	Min. Temp (°C)
Dhaka	Dhaka	Trace	36.2	28.4	Rajshahi	Rajshahi	00	36.6	28.0
	Tangail	00	36.5	24.0		Ishurdi	00	36.7	28.2
	Faridpur	00	36.0	26.7		Bogura	00	35.2	25.3
	Madaripur	00	36.3	26.8		Badalgachhi	00	34.5	27.3
	Gopalgonj	00	35.9	28.0		Tarash	00	35.5	27.0
	Nikli	00	35.4	21.5					
					Rangpur	Rangpur	03	30.5	23.0
Mymensingh	Mymensingh	00	34.8	21.5		Dinajpur	17	32.9	21.4
	Netrokona	00	34.2	20.4		Sayedpur	24	32.5	22.0
						Tetulia	00	30.0	25.2
Chattogram	Chattogram	00	34.6	28.4		Dimla	31	30.0	23.2
	Sandwip	00	34.7	28.0		Rajarhat	10	30.3	23.2
	Sitakunda	00	34.8	28.0					
	Rangamati	00	37.0	26.8	Khulna	Khulna	00	37.3	28.5
	Cumilla	00	35.4	27.5		Mongla	00	37.6	28.4
	Chandpur	00	36.4	27.7		Satkhira	00	36.7	29.4
	M.Court	00	36.5	27.5		Jashore	00	38.0	27.8
	Feni	00	36.2	28.2		Chuadanga	00	37.2	28.0
	Hatiya	00	35.3	26.6		Kumarkhali	00	36.7	28.0
	Cox's Bazar	00	35.7	28.0					
	Kutubdia	00	35.0	28.5	Barishal	Barishal	00	35.8	27.5
	Teknaf	00	35.3	28.0		Patuakhali	00	36.0	27.3
						Khepupara	00	35.5	28.4
Sylhet	Sylhet	58	35.7	23.8		Bhola	00	35.9	27.7
	Srimangal	00	36.5	22.0					

গুরুত্বপূর্ন:

- গত সপ্তাহে প্রতিদিন গড়ে **৭.২৩** ঘন্টা রৌদ্রজ্জ্বল ছিল ।
- দেশে গতসপ্তাহে প্রতিদিন গড়ে ৪.২৮ মিমি পানির ঘাটতি ছিল ।

আগামী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়া পূর্বাভাস (২১ মে ২০১৯ সকাল ৯.০০ টা হতে)

পূর্বাভাসঃ রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, এবং সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়িভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে এবং একই সাথে রাজশাহী বিভাগের কয়েক জায়গায় এবং খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম এক-দুই জায়গায় হতে পারে ।

তাপপ্রবাহঃ রাজশাহী, পাবনা, চাদপুর, ফেনি, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি এবং পটুয়াখালীসহ খুলনা এবং ঢাকা বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু তাপ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা প্রশমিত হতে পারে ।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিনে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে ।

সপ্তাহের শেষে (২১ মে, ২০১৯ পর্যন্ত) তাপমাত্রার স্থানিক বন্টন

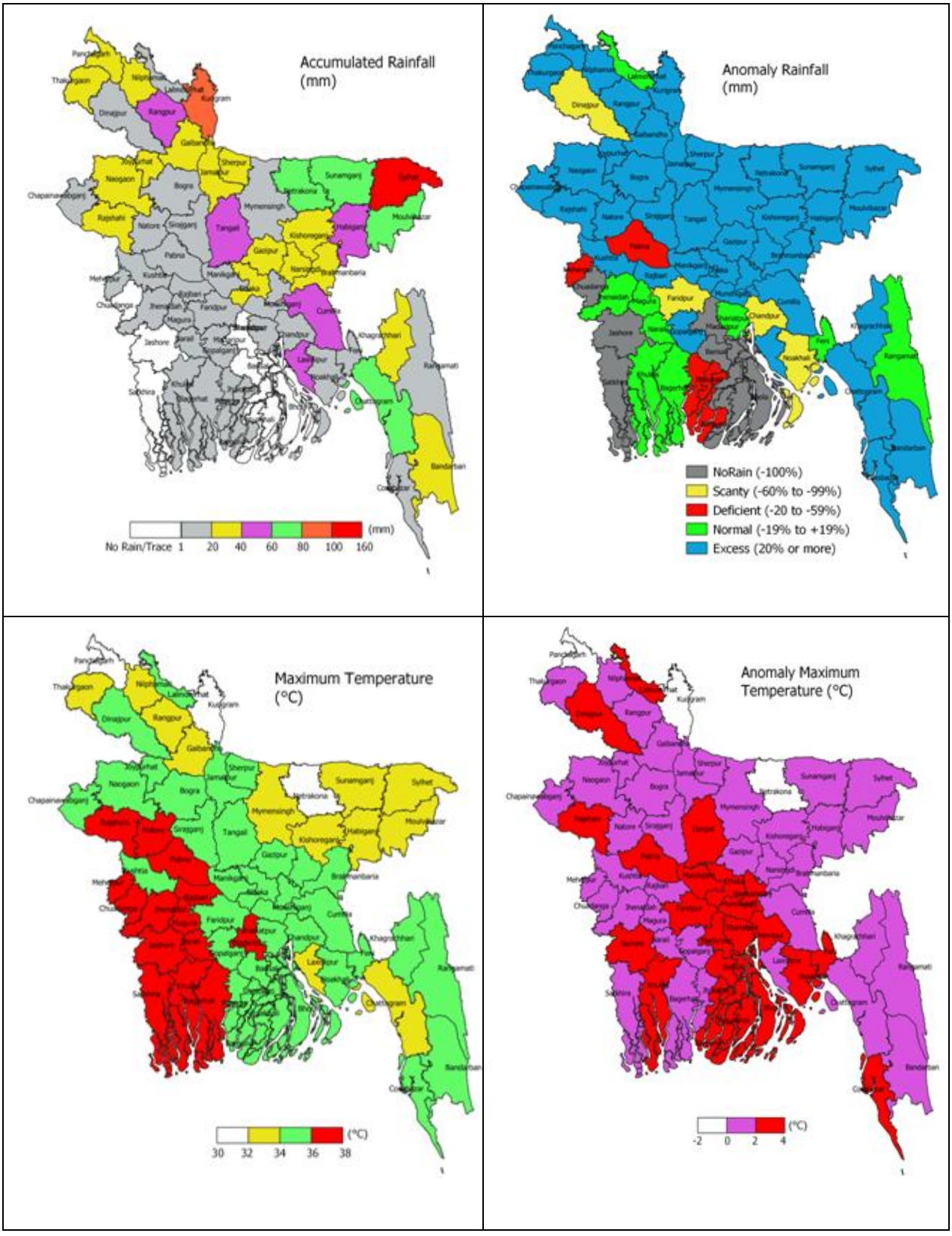

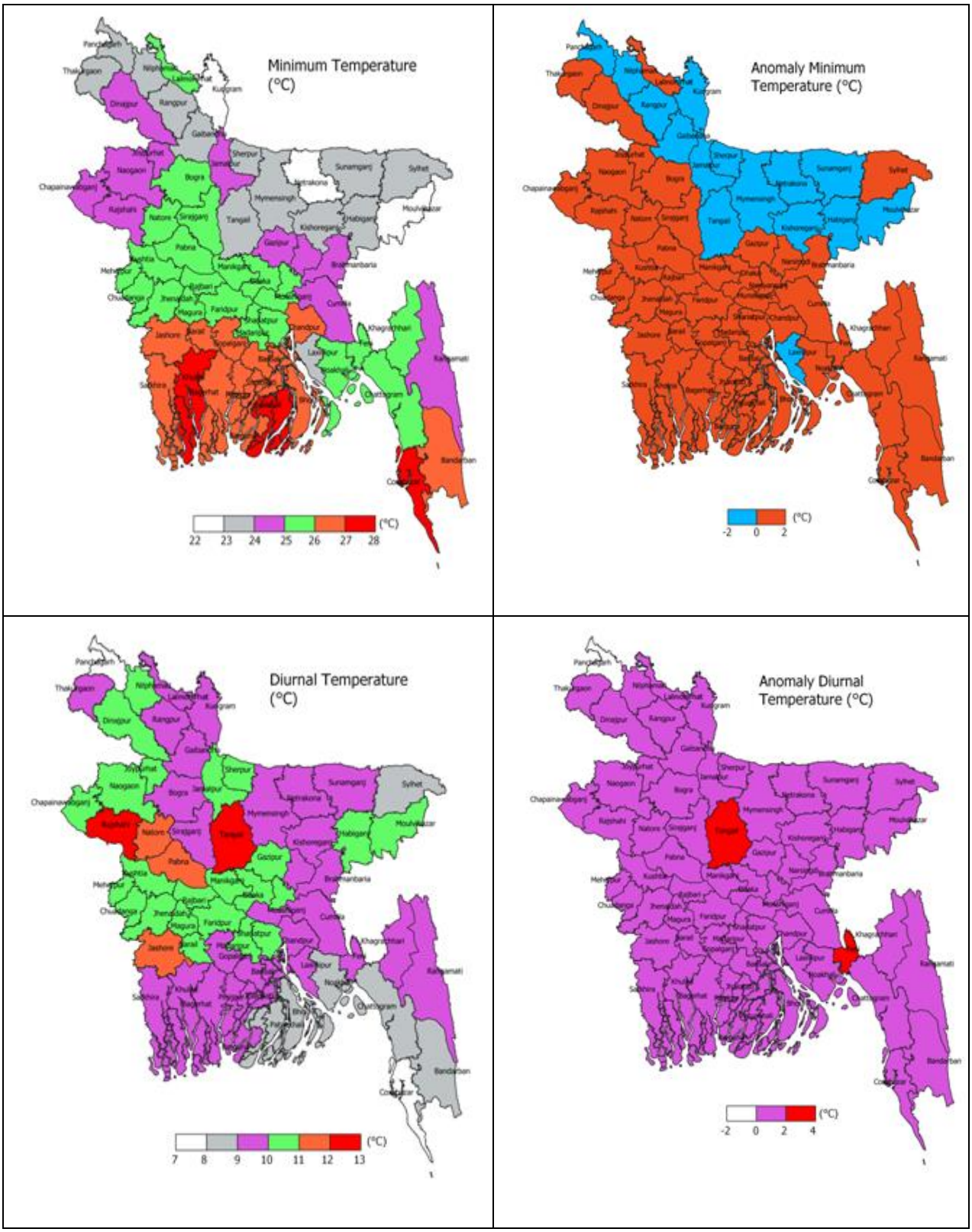
Minimum Temperature (°C)
(°C)
22 23 24 25 26 27 28
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(°C)
-2 0 2
Diurnal Temperature (°C)
(°C)
7 8 9 10 11 12 13
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(°C)
-2 0 2 4

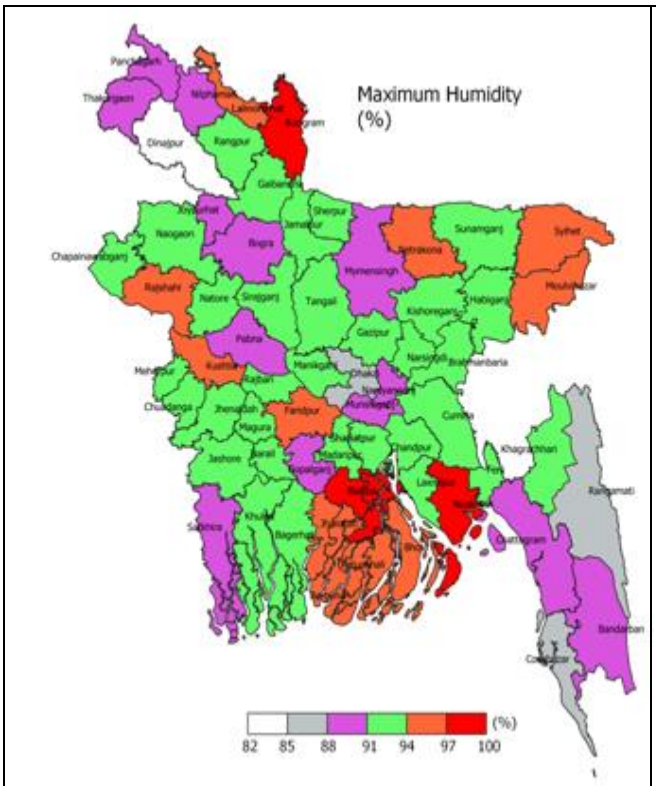
Maximum Humidity
(%)
(%)
82 85 88 91 94 97 100

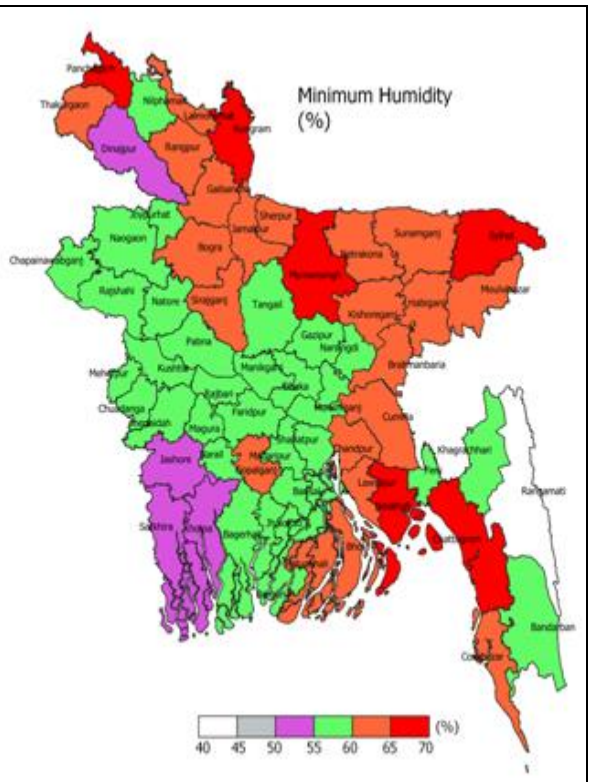
Minimum Humidity
(%)
(%)
40 45 50 55 60 65 70

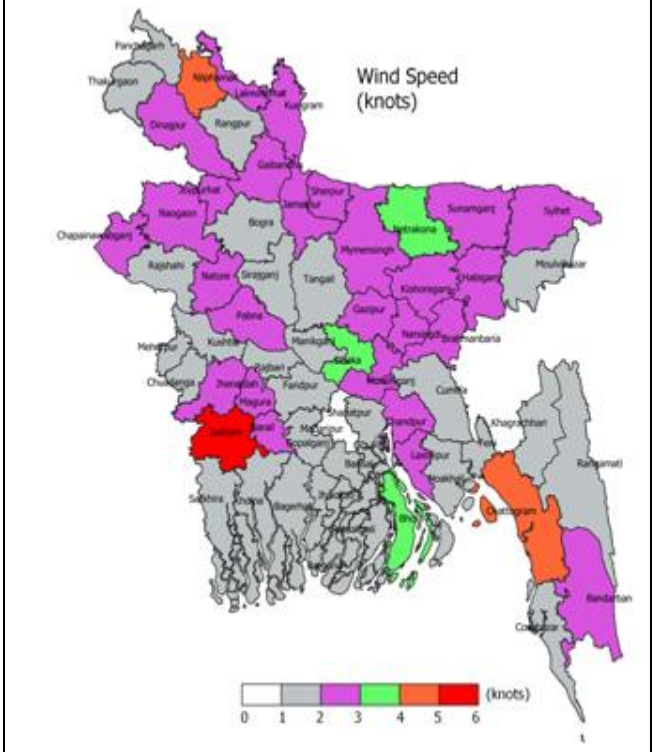
Wind Speed
(knots)
(knots)
0 1 2 3 4 5 6

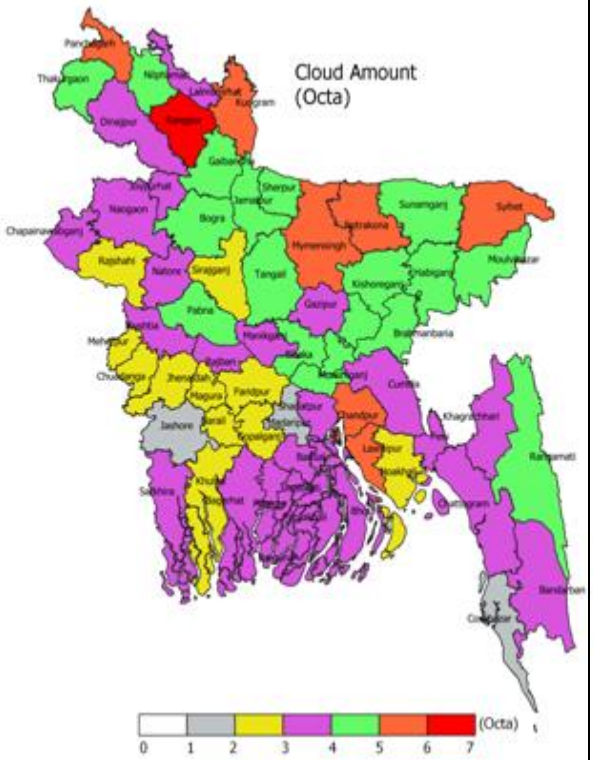
Cloud Amount
(Octa)
(Octa)
0 1 2 3 4 5 6 7

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস (২২/০৫/২০১৯ হতে ২৯/০৫/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত): এ সপ্তাহে দিনের ৬.৫০-৮.০০ ঘন্টা রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া বিরাজ করবে এবং প্রতিদিন গড়ে ৩.৭৫ হতে ৪.৭৫ মিমি পানির ঘাটতি হতে পারে ।

- এ সময়ে সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগের অনেক স্থানে এবং ঢাকা, চটধগ্রাম, , রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু স্থানে হাল্কা (০৪-১০ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারি (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) ধরণের শিলাসহ বৃষ্টি/ বজধবৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও বিছিন্নভাবে শিলাসহ মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণ হতে পারে।
- এ সময়ে সারাদেশের দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (২২ মে হতে ২৬ মে পর্যন্ত)

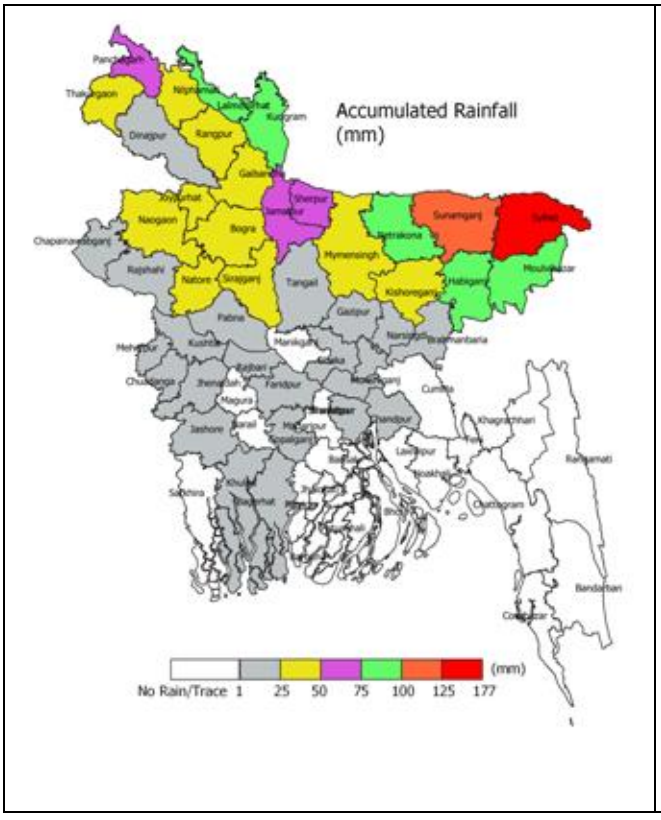

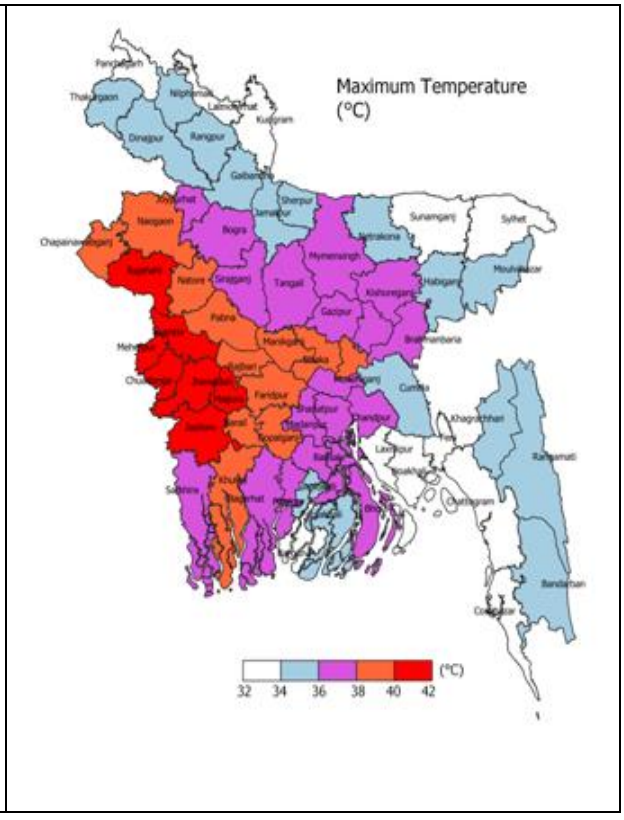

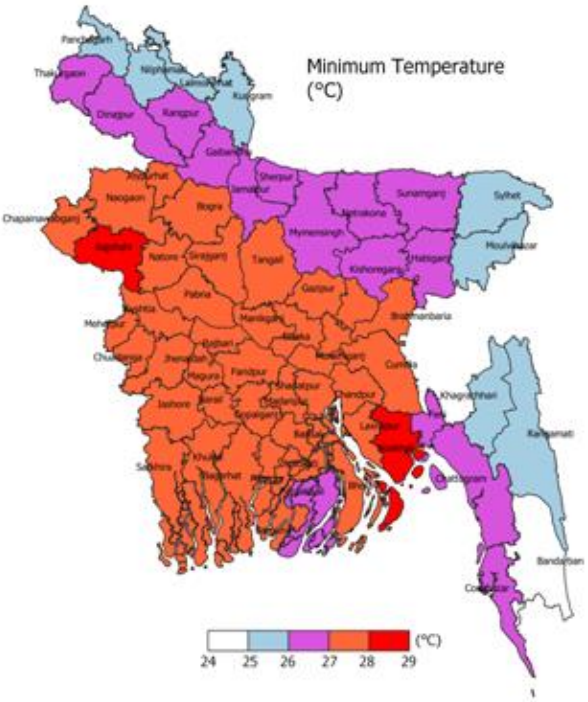
Minimum Temperature
(°C)
(°C)
24 25 26 27 28 29

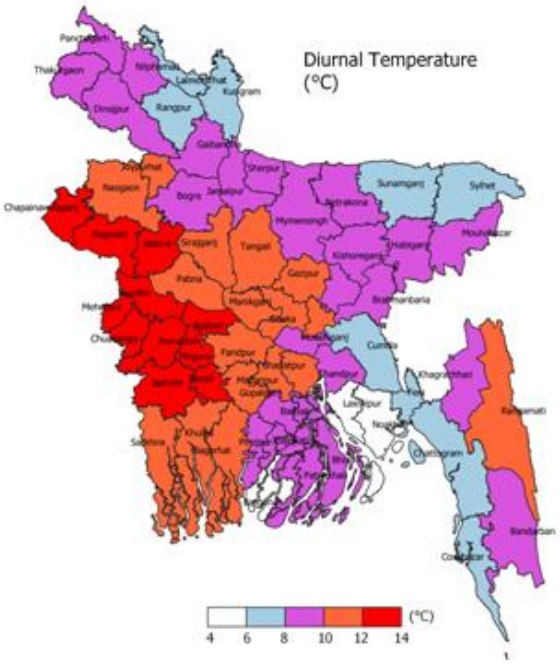
Diurnal Temperature
(°C)
(°C)
4 6 8 10 12 14

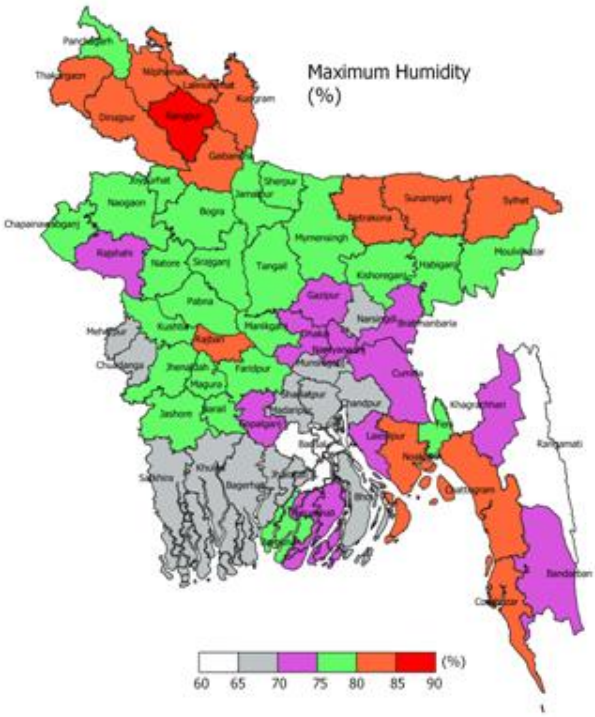
Maximum Humidity
(%)
(%)
60 65 70 75 80 85 90

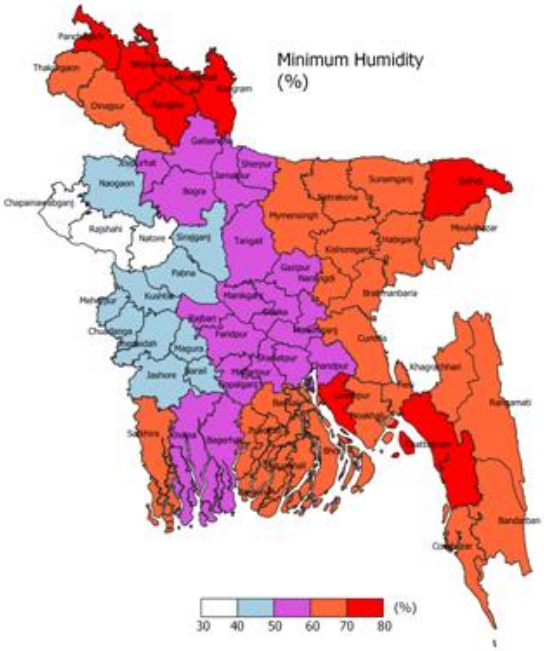
Minimum Humidity
(%)
(%)
30 40 50 60 70 80

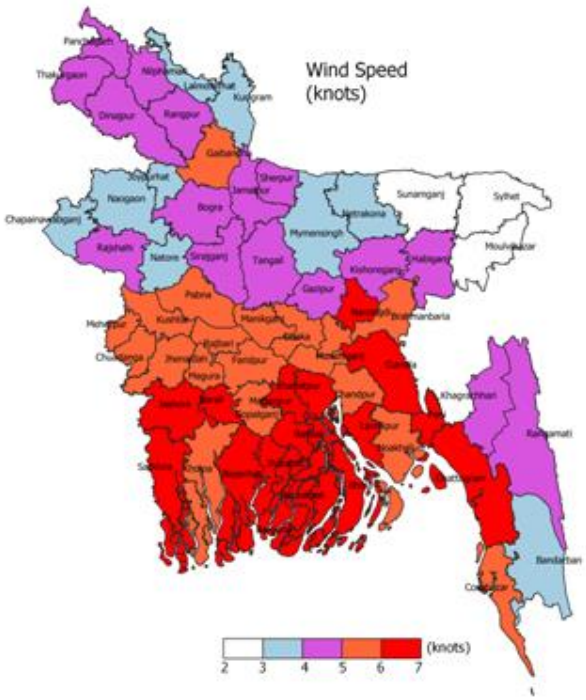

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week number No. 19 (15 May -21 May) over Agricultural regions of Bangladesh

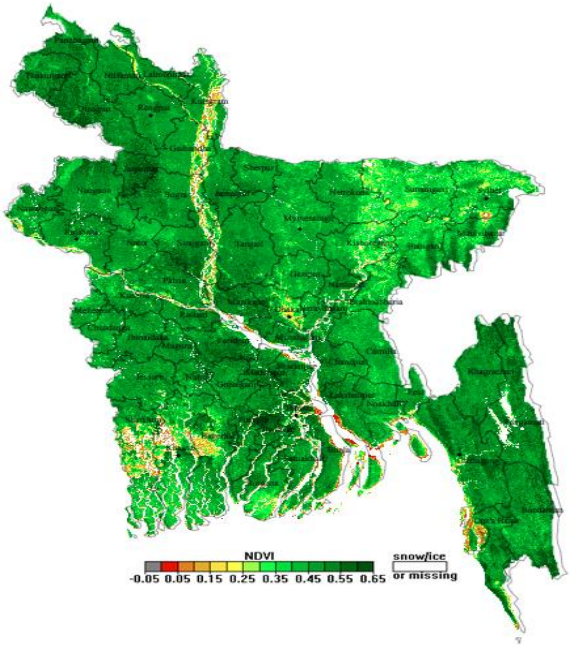

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week number No. 19 (15 May -21 May) over Agricultural regions of Bangladesh

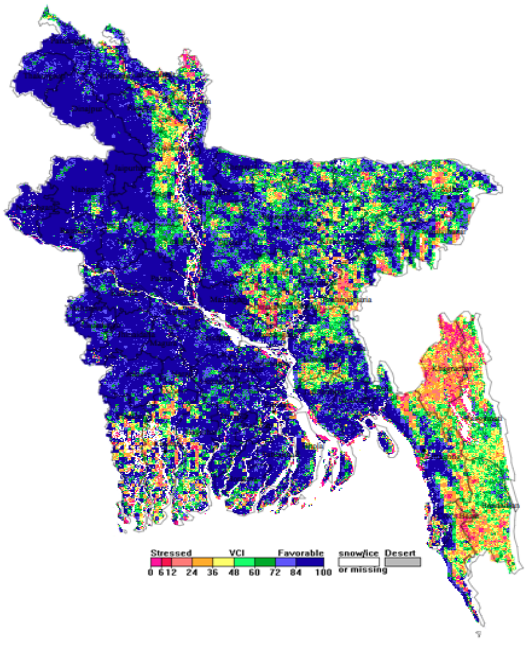

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the

number No. 19 (15 May -21 May) over Agricultural regions of Bangladesh 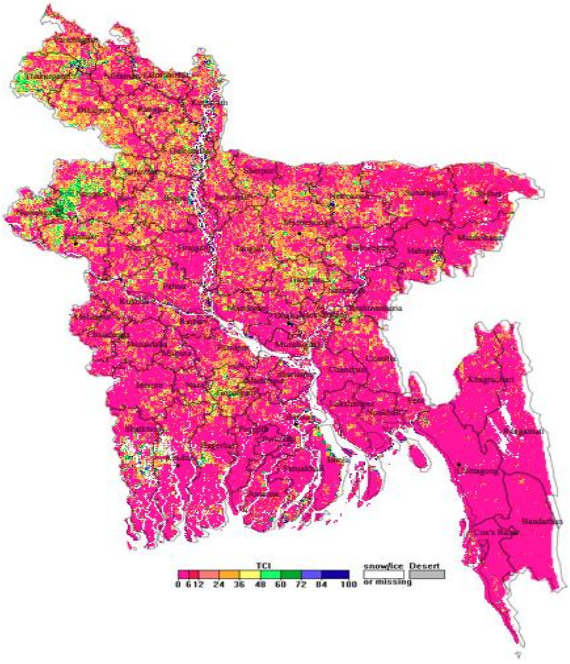	week number No. 19 (15 May -21 May) over Agricultural regions of Bangladesh 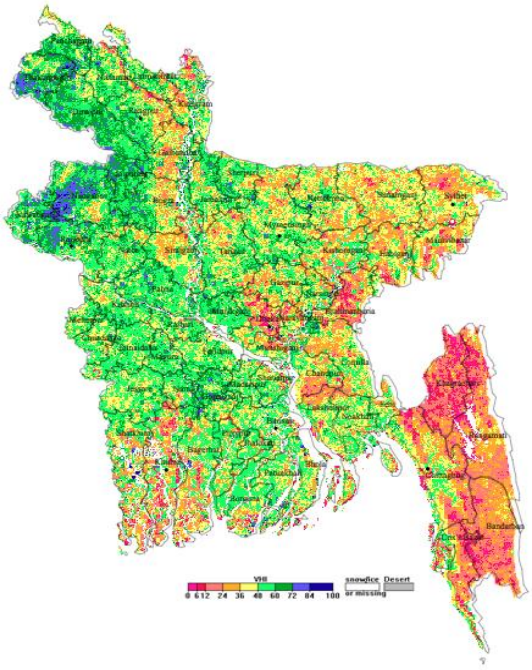

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

গত তিন মাসে ও এপ্রিল এ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম এবং কেন্দ্রীয় অংশগুলির কিছু জেলা স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল। অপর পক্ষে, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর-পূর্ব প্রায় কেন্দ্রীয় অংশগুলির কয়েকটি জেলা শুষ্ক অবস্থায় ছিল।

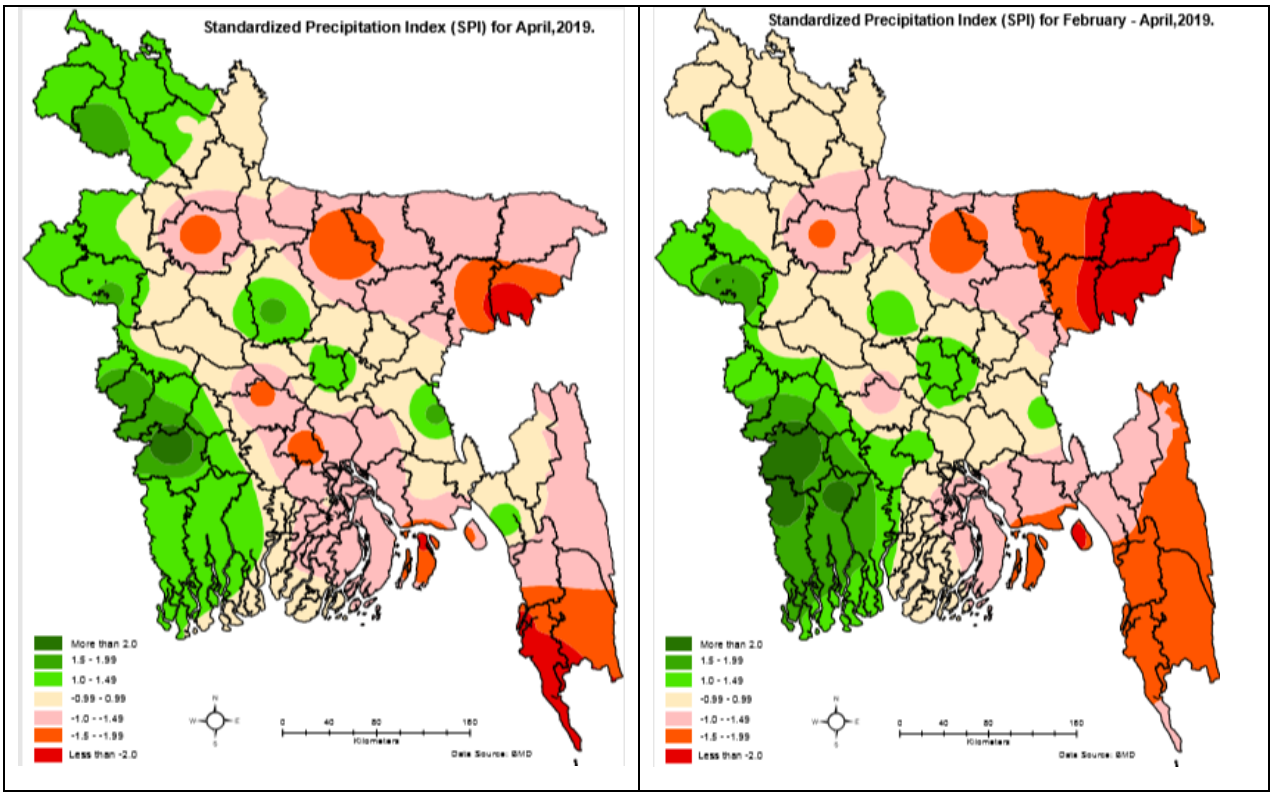

Source: Bangladesh Meteorological Department

হাওর অঞ্চলে ফ্ল্যাশ ফ্লাড মনিটরিং (উ: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)

২২ মে ২০১৯ তারিখে নদীর অবস্থা

এক নজরে হাওড় অঞ্চলের নদ-নদীর পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস

- সুরমা ও কংস ব্যতীত দেশের সকল প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের উত্তর ও উওর-পূর্বাঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন ভারতীয় অঞ্চলসমূহের কতিপয় স্থানে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস আছে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র নদের পানি সমতল স্থিতিশীল হয়ে যেতে পারে, অপরদিকে যমুনা ও গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস অব্যহত থাকতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় কুশিয়ারা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পেতে পারে, অপরদিকে সুরমা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি অব্যহত থাকতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	৯৪	গেজ স্টেশন বন্ধ আছে	০২
বৃদ্ধি	৩৪	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০
হ্রাস	৫৪	মোট তথ্য পাওয়া যায়নি	০২
অপরিবর্তিত	০৪	**বিপদসীমার উপরে**	**০**